হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, November 2011

বিধর্মীদের হত্যা, মন্দির ধ্বংস, বন্দীদের দাসে পরিণত করা ও সাধারণের বিশেষতঃ মন্দিরের এবং পূজারীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা ছিল গজনীর মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম অভিযানে তিনি প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন ও প্রায় পাঁচলক্ষ সুদর্শন মহিলা ও পুরুষকে দাস হিসাবে গজনীতে পাঠিয়ে দেন।"
(ঐতিহাসিক ডঃ মারে থার্স্টন টিটাস, 'ইন্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২৪)

ও.সি.-র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল

বকরিদে আমতায় গোহত্যা রোখা হল

আমতার ছোট মহরাতে গোহত্যা বন্ধ হল। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত সিরাজবাটি অঞ্চলের ছোটো মহরা গ্রামটি সম্পূর্ণ হিন্দু প্রধান এবং চার পাশের গ্রামগুলিও হিন্দু প্রধান। ঐ গ্রামের এক পাশে মাত্র ২০ টি থেকে ২৫ টি ঘর মুসলমানের বাস। গতবছর ঐ গ্রামে গরু কাটার জন্য খুবই চেষ্টা করা সত্ত্বেও গ্রামবাসীর প্রবল বাধার ফলে গরু কাটতে পারেনি। এই বছর পরিবর্তনের হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে ঐ মুসলমানরা এক মাস আগে থেকে তোড়জোড় শুরু করে দেয়। আমতা থানার ওসি হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন যাতে মুসলমানরা গরু কাটতে পারে। এমনকি আমতা থানা হিন্দুদের আটশো জনের সই করা মাস পিটিশ্‌নও জমা নেয়নি। তখন বাধ্য হয়ে ছোটো মহরা গ্রামের হিন্দুরা হিন্দু সংহতির মাধ্যমে সরাসরি এস.পি-র কাছে ঐ গণদরখাস্ত জমা দেয়। ঐ দরখাস্তের কপি Chief Secretary, Home Secretary of W.B. Govt, I.G. South Bengal, D.M, S.D.O, S.D.P.O, B.D.O -র কাছেও জমা দেওয়া হয়। তখন থানা নিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে মুসলমানরা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থানা বিডিও তে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। ওদের সাহায্য করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাছাড়া গ্রামের পন্ডিতপাড়ার কিছু হিন্দু শোনা যায় মুসলমানদের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা খেয়ে ওদের সমর্থন করে। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সভাপতি বিশ্বনাথ লাহা হিন্দুদের কে তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে বলেন — গরু কাটলে কি অসুবিধা হবে এবং সাদা কাগজে সই করার কথা বলেন। তখন গ্রামের হিন্দুরা পার্টি অফিস ছেড়ে চলে যায়। অসিত পাত্র নামে আর এক নেতা গরু কাটার জন্য হিন্দুদের বিরোধিতা করে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল চাপের ফলে প্রশাসন ও নেতারা বাধ্য হয়ে নত হয়। প্রশাসন জানিয়ে দেয় যে গরু কাটা যাবে না। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা প্রায় ১২-১৫টি গরু গ্রামে নিয়ে আসে এবং মুন্সিরহাটের কয়েকটি ক্লাব থেকে টাকা দিয়ে কিছু লোক নিয়ে আসে জোর করে গরু কাটার জন্য। আগের দিন থেকে র‍্যাফ মোতায়েন করে দেয় আমতা থানা। পরের দিন S.D.P.O., O.C. সকাল থেকেই পুলিশ বাহিনী দিয়ে গ্রামকে ঘিরে রাখে এবং মুসলমানদের বলেন — সব গরু গ্রামের বাইরে যেখান থেকে অন্যান্য বছর কেটে নিয়ে আসে সেখানে নিয়ে যেতে, তা নাহলে পুলিশ বাধ্য হয়ে সব গরু তুলে নিয়ে চলে যাবে। তখন মুসলমানরা বাধ্য হয়ে সব গরু নিয়ে চলে যায়। সারাদিন গ্রামের হিন্দুরা সাহসের সঙ্গে গরু কাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এই ভাবে কতদিন হিন্দুরা লড়াই করে যাবে। ভয় অবসানের উপায় কি?। হাওড়া জেলা যেন পাকিস্তানে পরিণত হতে চলেছে। পাশে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাটের বাজারে বিশ্বকর্মা ঠাকুর ভাঙ্গা, লক্ষীপূজার দিন শিমূলতলা আশ্রমে সরস্বতী ঠাকুরের হাত কেটে নেওয়া, উলুবেড়িয়া, পাঁচলা, বাউড়িয়া — হাওড়া জেলার বহু স্থানে এই রকম ঘটনা ঘটেই চলেছে।

আমতা থানার আরো দুটি জায়গাতে মুসলমানরা গরু কাটতে চেষ্টা করলে হিন্দুদের চাপে প্রশাসন বন্ধ করে দেয়। সেই দুটি জায়গা হল আমতা কলেজ মোড় ও নওপাড়া।

নোরিট-এর ঘটনার পর ইন্টারনেটে প্রচারের ফলে সারা পৃথিবী থেকে হিন্দু শুভানুধ্যায়ীদের ফোন এসেছিল হাওড়া জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে। তারপর থেকেই আমতা থানার ও.সি. হিন্দু সংহতি-র উপর ক্ষিপ্ত। বহুভাবে তিনি সংহতির কাজে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। এবারও তিনি সংহতি কর্মীদের হুমকি দিয়েছিলেন বকরিদের সময় গো-হত্যায় কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে।

তার এই অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে এবারও ইন্টারটে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল। মাত্র ৫ দিনের মধ্যেই সারা বিশ্বের ১,৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ প্রতিবাদ পত্র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল। পরিণাম হয়েছে।

উস্তি থানার নৈনানপুর গ্রামে হিন্দু সংহতি-র কর্মী সম্মেলন ২৩শে অক্টোবর।
ইনসেটে ঃ মঞ্চে উপবিষ্ট তপন ঘোষ, দীনবন্ধু ঘরামি, অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস।

কুলপির পুলিশ আবাসনে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা হল না

গত ২২ শে অক্টোবর রাত্রে প্রায় ২৫ জনের একটি ডাকাত দল কুলপি থানার জেলিয়াবাটি গ্রামে ডাকাতি করে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পালাচ্ছিল। ৭ জনের একটি দল গোমুখবেড়িয়া গ্রামের উপর দিয়ে ফেরার সময়, তখন রবিবার ভোর ৪ টে, গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে। ৪ জন পালায় ৩ জন পালাতে পারে না। তাদের কাছে ডাকাতির কিছু মাল ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। এই লোকরা দীর্ঘদিন ডাকাতির জ্বালায় অতিষ্ঠ। তাই গোমুখবেড়িয়ার লোকেরা ঐ ৩ ডাকাতকে প্রচন্ড মারধর করে। অভিযোগ, তাদের চোখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর পুলিশকে খবর দেয়। রবিবার পুলিশ এসে ঐ ৩ ডাকাতকে গ্রেফতার করে এবং ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

পরদিন ২৪ অক্টোবর সোমবার সকালে কয়েক হাজর মুসলমান কুলপি মোড় অবরোধ করে। ইঞ্জিন ভ্যানে মাইক লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু করে দেয় — রক্তে বদলে রক্ত চাই, সব মুসলমান ভাই এক হও। আক্রোশ তাদের পুলিশের উপর। এতদিন মুসলিম ডাকাতরা পুলিশের প্রোটেকশ্‌ন পেয়ে এসেছে। এখন উল্টো হচ্ছে কেন? এই রকম 'পরিবর্তন' তারা ভাবতেও পারেনি।

ভিড় বাড়তে থাকে। হিন্দুরা দোকান বন্ধ করে পালায়। উন্মত্ত জনতা পাশেই কুলপি থানা আক্রমণ করে। যথেচ্ছ ভাঙচুড় করে। ওসির ঘরে মাকালীর ছবি ভাঙে, টেলিফোনের তার কেটে দেয়। থানার পুলিশ সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঐ জনতা পাশেই থানার পুলিশ কোয়ার্টারে ঢোকে। পুলিশদের পরিবারের মেয়েরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। ওসি গৌতম চক্রবর্তী মার খান। তাঁর স্ত্রীকেও তাড়া করা হয়। তিনি কোনরকমে পালান। কিন্তু কোয়ার্টারের সব মহিলারা পালাতে পারেননি। যথেচ্ছ ভাবে তাদের সম্ভ্রম হানি করা হয়, এর অনেক রকম বর্ণনা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ এর বিবরণ দিতে চাইছেন না।

আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলিতে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে বার বার ফোন আসতে থাকে। সংহতি কর্মীরা আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সাহস যোগাতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, কুলপি মোড়ে হিন্দুদের দোকান গুলিতে উন্মত্ত জনতা হাত দেয় না। সম্ভবতঃ এলাকায় হিন্দু ঐক্যের কিছুটা পরিণাম হওয়া শুরু হয়েছে। দুপুরের মধ্যে কুড়ি হাজারের বেশী মুসলমান জমা হয়ে যায়। কচুবেড়িয়াতে অনেক পুলিশের গাড়ি আগুন দেওয়া হয়। কাকদ্বীপ যাওয়ার ১১৭ নং জাতীয়

শেষাংশ ২ পাতায়

হিন্দু সংহতি-র উদ্যোগে বহু স্থানে বিজয়া সম্মেলন পালিত হল

মালঞ্চ মহীতোষ ক্লাবের মাঠে, ১৬ অক্টোবর বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট তপন ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য্য এবং অশোক রায়।

দেগঙ্গা বাজারে 'চারুলতা ভবন'-এ ১৫ই অক্টোবর। মঞ্চে উপবিষ্ট অ্যাডভোকেট ব্রজেন রায়, তপন ঘোষ, অশোক রায়, অ্যাডভোকেট গোপাল সাহা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আমাদের কথা

পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এসেছে প্রায় ৬ মাস হল। পরিবর্তন আনা যতটা কঠিন ছিল, এখন তার থেকেও কঠিন বাধা পার হতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীকে। বহু ফ্রন্টে তাঁকে একই সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। কয়েকটি ফ্রন্টের লড়াইকে চোখের সামনে বা মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি সামাল দেওয়া, বিকাশের মৃতপ্রায় শরীরে প্রাণসঞ্চার করা, ভেঙ্গে পড়া জনস্বাস্থ্য বিভাগের (হাসপাতাল ও স্বাস্থকেন্দ্র) ন্যুনতম পরিকাঠামোকে ঠিক করা, মাওবাদীদের মোকাবিলা, পাহাড় — এই চ্যালেঞ্জগুলো চোখে পড়ছে। এছাড়া মিডিয়াতে চেপে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু বিশাল চ্যালেঞ্জ- ক্রমবর্ধমান মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির মৌলবাদী আচরণ। শেষ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জী কতটা সফল হবেন, তা বলা খুবই কঠিন। কিন্তু এই ক'মাসের গতিবিধি দেখে এটুকু বলা যায় যে প্রত্যেকটি ফ্রন্টেই তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন। লড়াইয়ের সাহস দেখাচ্ছেন। এমনকি ইসলামিক্ ফ্রন্টেও। মুসলমানদের মাতব্বর মোল্লারা যা ভেবেছিল তা হয়নি। প্রশাসনের শক্ত চেহারা বেশ কিছু স্থানে তাদেরকে দেখতে হয়েছে। লাল ঝান্ডাধারী বহু মুসলমান ক্রিমিনাল রাতারাতি ঝান্ডা বদল করেও রেহাই পায়নি---এটা প্রমাণিত। পরাজিত সিপিএমের একমাত্র নেতা যাঁর কিছুটা জন ভিত্তি এখনও আছে, সেই রেজ্জাক মোল্লাকে মমতার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে হয়েছে তাঁর ৮৩ জন মুসলমান সাকরেদকে ঘরে ফেরার সুযোগ দেওয়ার জন্য। রেজ্জাক মোল্লার জনভিত্তি মানে শুধুই মুসলমান ভিত্তি-তা আজ প্রমাণিত। সংবাদসূত্রে জানা গেছে যে ওই ৮৩ জনের মধ্যে বেশীরভাগই ক্রিমিনাল।

বকরিদ বা ইদুজ্জোহা পার হল। সারা রাজ্যের চিত্র একইরকম নয়। সুপ্রীম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গোহত্যা একটুও কম হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রশাসন ও মমতা কোর্টের আদেশ পালন করাতে ব্যর্থ। কিন্তু ওরা যা ভেবেছিল তাও হয়নি। নতুন জায়গায় গরু কাটার চেষ্টা করেও অনেক জায়গাতেই পারেনি। প্রশাসন বাধা দিয়েছে। হিন্দু সংহতির কর্মীরা নিজের এলাকায় সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। সাফল্যের হার সন্তোষজনক। বিশেষ সাফল্য পাওয়া গিয়েছে আমতা, ফলতা থানার দুর্বারহাট, বজবজের পুরকাইত পাড়া, সাঁকরাইল প্রভৃতি স্থানে। এবছর দিল্লী থেকে শ্রী আশু মোঙ্গিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা সেনার একটি দল এসেছিল। আইন ও কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে গোহত্যা আটকানোর জন্য তারা সক্রিয় প্রচেষ্টা করেছে। হিন্দু সংহতিরও কিছু কর্মী তাদের সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করেছে। বকরিদের ৩ দিন আগে রাত্রিবেলায় কলকাতার চিৎপুর গরুর বাজার দেখতে গিয়ে তারা মুসলমান গুন্ডাদের হাতে মারও খেয়েছে। চিৎপুর থানার পুলিশ তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু মুসলিম দুষ্কৃতিরা পুলিশকেও আক্রমণ করেছে।

বিভিন্ন জেলার বহু নতুন স্থান থেকে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু করার জন্য আহ্বান আসছে। যেন জোয়ারের পূর্ব লক্ষণ। সব আহ্বানেই সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কর্মী কম। তবুও আহ্বান ও পরিস্থিতিই সংহতির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কুলপির পর জীবনতলা

একাধিক ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত কুতুবুদ্দিন খান ওরফে কুতুব নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করতে বুধবার জীবনতলার কালীবাড়ি এলাকায় যান এস আই পরিমল ভদ্র এবং চার কনস্টেবল। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, কুতুব সেই সময় একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছিল। তাকে ঘটনাস্থল থেকে ধরা হতেই বেশ কিছু মহিলা-সহ প্রায় শ'পাঁচেক গ্রামবাসী পুলিশকর্মীদের ঘিরে ফেলেন। তাঁদের মাটিতে ফেলে রড-লাঠি দিয়ে শুরু হয় বেধড়ক মার। এক পুলিশকর্মীর রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আশপাশের কয়েকটি থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে যখন পরিস্থিতি সামাল দেয়, ততক্ষণে কুতুবকে ছিনিয়ে নিয়েছে জনতা। জখম পুলিশকর্মীদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় গুরুতর জখম থাকায় সুব্রত মুখোপাধ্যায় নামে এক কনস্টেবলকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাকীদের চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

কুলপি থানায় এবং পুলিশকর্মীদের আবাসনে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তেরা এখনও সকলেই ধরা পড়েনি। চলছে পুলিশি তল্লাশি। তার মধ্যেই বুধবারের ঘটনায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন পুলিশকর্মীরা.....।

পুলিশকর্মীদের মারধরের অভিযোগে মারফত খান ও ইমান খান নামে দু'জনকে কালীবাড়ি এলাকা থেকে ধরা হয়েছে .... জেলা পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, কুতুবের বিরুদ্ধে দুই ২৪ পরগনা এবং হুগলীর বিভিন্ন থানা এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৬০টি ডাকাতির অভিযোগ আছে। ক্যানিং-এর কালীবাড়ি এলাকাতেই কুতুবের বাড়ি। **(সংবাদ সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭.১০.১১)**

এই ক্যানিং ২নং ব্লক, অর্থাৎ জীবনতলা থানার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন মুসলিম দুষ্কৃতিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এই দুষ্কৃতিদের শেল্টার দেন সিপিএমের নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শওকত্ মোল্লা। এই শওকত্ মোল্লা বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা দ্বারা রক্ষিত। সেই ক্ষমতায় শওকত্ মোল্লা জীবনতলা থানাটাকে নিজের বৈঠকখানা করে রেখেছিলেন। রাজ্যের পালাবদলের পর পরিকল্পনামাফিক এই দুষ্কৃতিরা ঝান্ডা পাল্টে তৃণমূলী হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অনেকে হয়েও গেছে। কিন্তু তৃণমূলেরই একাংশের বাধায় শওকত্ মোল্লা ও তার বেশ কিছু সাকরেদকে তৃণমূলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাই রেজ্জাক মোল্লা সাহেব মমতার কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন এই জীবনতলা, ভাঙড় ও সন্দেশখালি এলাকার দুষ্কৃতিদের রক্ষা করার জন্য। এখন দেখা যাক মমতা এই নতুন তাসকে কিভাবে খেলেন?

কয়েকদিনপর দুষ্কৃতিকারী কুতুবুদ্দিন অন্য জায়গায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

পুলিশ আবাসনে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা হল না

সড়ক দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। তখন বিশাল র‍্যাফ বাহিনী এসে লাঠি চালানো শুরু করে মুসলিম জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে র‍্যাফের উপর আক্রমণ করতে থাকে। ১ জন র‍্যাফ জওয়ানের মাথা ফেটে যায়। তখন র‍্যাফও গুলি চালায় বলে জানা যায়। তাতে ২ জন মুসলমান আহত হয়। তারপর ২ দিন ধরে র‍্যাফের মার্চ করিয়ে এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে। গোমুখবেড়িয়া গ্রামের সামনে র‍্যাফের ক্যাম্প বসানো হয়েছে। পুলিশ প্রায় ২০ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু এই ঘটনার প্রধান উস্কানিদাতা হেলিয়াগাছি গ্রামের তৃণমূল সমর্থিত আগুন ক্লাবের পান্ডাদেরকে গ্রেফতার করেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে যে গ্রেফতার হওয়া মুসলিম দুষ্কৃতিদের ছাড়ানোর জন্য জেলার তৃণমূলের সভাধিপতি শামিমা বেগম পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

দ্বিতীয় আমেরিকা সফর

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাওয়া হল। আগষ্টের ৩ তারিখ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৩ দিনের সফর। গতবার কেন্দ্র ছিল নিউ জার্সি। এবার ছিল হিউস্টন। এবার নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সি যাওয়াই হয়নি। এবার সফরসূচীতে ছিল হিউস্টন, বস্টন, সানফ্রান্সিসকো, ডালাস, ওয়াশিংটন, ইন্ডিয়ানা পোলিস, আটলান্টা ও র‍্যালে। আমেরিকার সংহতির কয়েকজন যুবক সহযোগী অসম্ভব পরিশ্রম করে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এইসব স্থানে অনেক ছোট বড় সভার আয়োজন করেছিল। বেশী কর্মসূচী ছিল হিউস্টনে। আর সব থেকে বড় সভাটি ছিল ডালাসে। হিউস্টন ও ডালাস দুটিই টেক্সাস রাজ্যে অবস্থিত। টেক্সাস রাজ্যটি খুবই বড়।

এবছর আমার আমেরিকা সফরের প্রধান নিমন্ত্রণকর্তা ছিল 'সনাতন ধর্ম ফাউন্ডেশন' নামে সংস্থা। বিমানের টিকিট এরাই দিয়েছে। এই সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম SDF । এদের আয়োজিত ডালাসের ৭ই আগষ্টের সারাদিন ব্যাপী সভাটি ছিল Hindu Unity Day পালন উপলক্ষে। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'হিন্দু সংহতি দিবস'। বক্তা ছিলাম আমরা চারজন। ডঃ সুব্রমণিয়াম স্বামী, রাজীব মালহোত্রা, কমল কুমার স্বামী এবং আমি। মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম বক্তা আমি, শেষে ডঃ সুব্রমণিয়াম স্বামী। আর দুজন ভোজনের আগে। সাড়ে চার'শ জন শ্রোতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ২৫ ডলার করে রেজিস্ট্রেশন ফী দিয়ে সভায় এসেছিলেন। এই সংস্থার কর্মকর্তারা কোয়েম্বাটুরের বিখ্যাত সন্নাসী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই সন্নাসীর উদ্যোগেই ভারতে শুরু হয়েছে আচার্য সভা।

আমেরিকা সফরে বেলজিয়ামের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডঃ কোয়েনরাড এলস্ট-এর সঙ্গে।

১৩ ই আগষ্ট ছিল হিউস্টনে 'Hindu Memorial Day'। আয়োজক 'হিন্দু মহাসভা অফ আমেরিকা'। এখানে নিমন্ত্রিত বক্তা ছিলাম আমরা তিনজন। আমি ছাড়াও পুণের শ্রীমতী হিমানী সাভারকার এবং বেলজিয়ামের ডঃ কোয়েনরাড্ এল্স্ট। তিনি একজন বিশাল পন্ডিত, ভারততত্ত্ববিদ। বহু বইয়ের লেখক তিনি। বারানসীতে একবছর থেকে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর সঙ্গে দুদিন থাকার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার পরম সৌভাগ্য। আমাদের একটি বিশেষ প্রকল্পের কাজ শুনে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করে আমাকে যেভাবে অভিনন্দন জানালেন তা আমার মনোবলকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই প্রকল্পের কাজ আমি খুবই হালকা ভাবে করছিলাম। তাঁর এই স্বীকৃতি থেকে বুঝতে পারলাম যে কাজটা করা জরুরী।

আটলান্টায় সভার আয়োজন করেছিল USHA নামে একটি সংস্থা। পুরো নাম United States Hindu Alliance। সানফ্রান্সিসকোতে ফ্রীমন্ট শহরে সভা ছিল। এটি ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে অবস্থিত এই রাজ্যটি সফ্টওয়ার এবং ইন্ফরমেশন টেকনোলজির পীঠস্থান। বহু বহু ভারতীয় আই.টি. ইঞ্জিনিয়ার এখানে উচ্চ পদে ও উচ্চ বেতনে চাকরি করেন। এরা অধিকাংশই যুবক। এদের মধ্যে হিন্দু সংহতির চিন্তাধারা প্রসারের কাজ এই সফরকে উপলক্ষ করে শুরু হল। এখানে আর একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। এক রবিবারে চট্টগ্রামবাসীদের একটি সারাদিনব্যাপী পিকনিকে অংশ গ্রহণ করলাম একটি পার্কে। প্রায় ২২-২৩ টি পরিবার ছিল। খুব ভাল লাগল। পুরুষদের সঙ্গে কথা বলে খুবই অবাক হলাম যে এরা কেউই সেকুলার নয়। সবাই হিন্দু। এদের মধ্যমণি ধীমান দেব অবশ্য কুমিল্লার সুনামগঞ্জের লোক। কিন্তু বৌদি চট্টগ্রামের। ক্যালিফোর্নিয়াতে আমার বড় দুঃখ থেকে গেল যে প্রশান্ত মহাসাগরটা দেখতে পেলাম না শুধু পরিকল্পনার অভাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে বিশ্ব ধর্মসভার দেরী ছিল বলে সস্তায় থাকার জন্য বস্টনে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গ্রামের চার্চে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর আমেরিকায় প্রথম বক্তৃতা। কাঞ্চন ব্যানার্জীর উৎসাহে সেই চার্চটা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ পেলাম সেখানে স্বামীজির কোন স্মারকচিহ্ন নেই।

ওদেশে এখন আর্থিক মন্দা খুব চলছে। বহু লোকের চাকরি চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে অনেক ভারতীয়ও আছে। ডালাস শহরে ডাউন টাউনে (বাণিজ্যিক কেন্দ্র) অনেক বড় বড় দোকান ও শপিং মল বন্ধ দেখলাম। অনেক বিমান খালি যাচ্ছে। তবুও দারিদ্রের যে দুঃসহ রূপ এখানে আমাদেরকে দেখতে হয়, তা ওদেশে অকল্পনীয়। এরকম অবস্থায় পড়লে ওদেশের অর্ধেক লোকই আত্মহত্যা করে ফেলবে বলে আমার ধারণা।

আমেরিকার নাইট লাইফ সম্বন্ধে শোনা ছিল। গত বছর নিউ ইয়র্কে রাত্রে টাইমস্ স্কোয়ার ঘুরেও দেখেছি। এবার আমার ওয়াশিংটনের সহযোগী শুক্রবার রাতের ওয়াশিংটন ডিসি দেখাল। গাড়ী থেকে নামিনি। গাড়ীতে বসে বসেই দেখলাম উদ্দাম পার্টি। পুরুষ নারীর মেলামেশার দৃশ্য, এবং তার থেকেও বড় কথা ওই মেলামেশার ক্ষণস্থায়িত্ব ---- এটা যদি আমাদের দেশেও আসে, তার পরিণাম ভেবে আমি আঁতকে উঠছি। তাহলে ভারত আর ভারত থাকবে না। আর একটা অতি নিরীহ দৃশ্য দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। একদিন দিনেরবেলায় গাড়ীতে করে শহর বস্টন থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ার যাচ্ছি। দূর থেকে চোখে পড়ল রাস্তার ধারে মাঠে গরু চরছে। মাঠে গরু দেখে ভাল লাগল। গাড়ী কাছে আসতে দেখলাম সব গরুগুলোর রঙ কালো, এবং অদ্ভুতভাবে একই রকমের কালো। একটাও সাদা বা অন্য রঙের গরু তো নেইই, এমনকি কোন গরুর গায়ে অন্য কোন রঙের ছিটে পর্যন্ত নেই। কিরকম গা-টা রী রী করে উঠল। পোলট্রির মুরগী সাদা শুয়োর একই রকমের তো অনেক দেখেছি। কিন্তু একই রকমের নাদুস নুদুস গরু দেখে গাটা গুলিয়ে উঠল। আঁতকে উঠে ভাবলাম, হে ভগবান আমার দেশ যেন কোনদিন আমেরিকা না হয়ে ওঠে। এই জিনিস আমরা সহ্য করতে পারব না। বৈচিত্রের যে কী মূল্য তা অনুভব করতে পারলাম। সহজেই বোঝা গেল যে কৃত্রিমভাবে এই গরুগুলো তৈরী করা হয়েছে, তাই কোন তফাত নেই, বৈচিত্র নেই।

আমেরিকার মানুষ খুবই শৃঙ্খলা পরায়ণ। রাস্তাঘাটে ময়লা ফেলে না, ট্রাফিক আইন মেনে

শেষাংশ ৪ পাতায়

সাপকে মাসী ভাবলে বিপর্যয় অনিবার্য

তপন কুমার ঘোষ

আন্না হাজারে একটা বড় ক্ষতি করে দিয়ে গেলেন। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি জনসাধারণের বিতৃষ্ণা আগে থেকেই ছিল, সেটাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ক্ষতি সেটা নয়। এই রাজনৈতিক দল ও নেতারা শ্রদ্ধার যোগ্য মোটেই নয়। ক্ষতিটা হল এই যে, দেশের সব সমস্যার মূল শুধু রাজনীতিই—এই ভুল ধারণাটা আরও দৃঢ় হল। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই, তারা দায়ী নয়, তাদের কোন ঘাটতি নেই দেশের ও সমাজের বর্তমান অধঃপতনে — এই ধারণাটা আরও জোরাল হল। সুতরাং, রাজনৈতিক দল ও নেতাদেরকে খুব গাল দাও, আমাদেরকে আর কিছু করতে হবে না। আমাদের নিজেদের কোনকিছু সংশোধন করতে হবে না — পাবলিক তো এটাই চায়। আন্না হাজারে তাই পাবলিকের কাছে এত প্রিয়।

খুব মোটা কথায় একটা প্রশ্ন করা যাক। এখন না হয় রাজনীতি আমাদের সর্বনাশ কর দিচ্ছে। কিন্তু দেশটা যখন মুসলমান ও ইংরেজদের কাছে পরাধীন হয়েছিল, তখন কি এইসব দল ছিল, না এইরকম নেতা ছিল? ছিল না। যখন সোমনাথের মন্দির বারবার লুট হয়েছিল, তখন এরা ছিল? ছিল না। তাহলে কেন এগুলো হয়েছিল? আন্না হাজারে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর দাবী ও আন্দোলনের মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

আমার এই লেখাটির বিষয় আন্না হাজারে নয়। আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, মহারাষ্ট্রের গ্রামে তাঁর সামাজিক কাজের কথা খুব ভালভাবে জানি। তাঁকে ও তাঁর কাজকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর বর্তমান আন্দোলনের দাবীকেও পরিপূর্ণ সমর্থন করি। তবুও এই আন্দোলনের উপরোক্ত কুফল সম্বন্ধে আমি শঙ্কিত।

এই শঙ্কা আমার মনে আরও জোরালভাবে উপস্থিত হয়েছে এই ২০১১ সালের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বকরিদের ঠিক আগে। একটা বিরাট ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে। ঘটনাটি খারাপ ও বেআইনী। শুধু তাই নয়, এটি হিন্দু বিরোধী, হিন্দুদের ধর্মে আঘাত দেওয়ার জন্যই শুধু করা হয়। এটিকে আটকানো বা প্রতিকার করার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসন রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত। বর্তমান রাজনীতি তো খারাপ। সুতরাং তারা ভোটের লোভে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় ও বিপথগামী করছে। তাই প্রশাসন আইনের শাসন বজায় রাখার ও কোর্টের আদেশ পালন করার কোন চেষ্টাই করছেনা। সুতরাং, সব দোষ রাজনীতির, আর আমরা সব ধোয়া তুলসীপাতা, রাজনীতি ছাড়া আর কারও কোন দোষ নেই। আহা, এর থেকে ভাল কথা আর কি হতে পারে! আমি তো বেঁচে গেলাম। সুতরাং, সকালে উঠে পত্রিকা হাতে নিয়েই খেলার পাতা, আর সন্ধ্যায় টিভিতে বচ্চনের কোন্ বনেগা ক্রোড়পতি — এই দিয়েই তো আমার নাগরিক কর্তব্য পালন করছি।

মূল বিষয়ে আসার চেষ্টা করি। মুসলমানদের দুটো ইদ। একটা খুশীর ইদ, একটা কাটার ইদ। এই কাটার ইদটা ওদের কাছে মোটেই খুশীর ইদ নয়। এটা ওদের সংকল্পের অনুষ্ঠান ও আল্লার কাছে প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করার অনুষ্ঠান। ওরা বলে কুরবানী। এতে ওরা কোন পশুকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে কাটে। পশুটি যন্ত্রণায় ছটফট করে। ওদের শিশু, বালক, কিশোরেরা নতুন জামা প্যান্ট পরে এই কুরবানী দেখতে আসে। দেখতে দেখতে কী ধরণের মানসিক শিক্ষা পায়, সেটা আন্দাজ করা আমি পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। ওদের এই অনুষ্ঠানের নাম ইদ্-উজ্-জোহা। আর খুশীর ইদের নাম ইদ্-উল্-ফিত্‌র। এই কুরবানীকে আমাদের বলির সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। এটা ওদেরও ভাল লাগবে না, আমাদেরও ভাল লাগবে না। এদুটো এক নয়। ওদের ধর্ম অনুসারে — কুরবানীর পশু ওদের প্রিয় বস্তু। আমাদের ধর্ম অনুসারে, আমাদের বলির পশু আমাদের অপ্রিয় ও ত্যাজ্য বস্তু। আমরা তামসিকতার প্রতীক হিসাবে পাঁঠা ও মোষ বলি দিই। তাই ইদের কুরবানী আর মহাষ্টমীর বলি এক নয়।

একটু সাইড লাইনে যাই। আমার এই লেখায় 'ওরা-আমরা' অথবা 'আমাদের–ওদের' — এই ধরণের শব্দ শুনতে হয়ত অনেকের ভাল না লাগতে পারে। তা সত্ত্বেও আমি জেনেশুনেই এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করছি। কারণ, সাপকে মাসী, আর মাসীকে সাপ বলতে আমি রাজি নই। সাপকে মাসী বললে উপকার কিছু হয় কি না জানা নেই, কিন্তু অপকার বিরাট হয়। কোন শিশু, যে আগে মাসী দেখেছে কিন্তু সাপ দেখেনি, সে যখন পরে সাপ দেখবে, তাকে সে মাসী ভেবে আদর করতে যাবে, আর বিপদ ঘটবে। আমাদের দেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় এদেশের বহু সাধারণ মানুষের বুদ্ধিই ওইরকম শিশুর মতই হয়ে আছে। তারা সাপকে মাসী ভেবে আদর করতে যায়। তারপর পাছায় লাথি খেয়ে কাউকে পূর্ববঙ্গ ছাড়তে হয়, কাউকে পার্ক সার্কাস ছাড়তে হয়, কাউকে বা মেটিয়াবুরুজ — মগরাহাট ছাড়তে হয়।

আমি কিন্তু এই ব্যাপারটায় মুসলমানদেরকে সাপ বলছি না, এবং হিন্দুদের এই লাথ খেয়ে পালিয়ে আসার জন্য শুধু মুসলমানদেরকেই ১০০ শতাংশ দায়ী করছি না। মুসলমানরা অবশ্যই হিন্দুর পিছনে লাথি মেরেছে। সেজন্য তারা দায়ী। কিন্তু পুরোটা শুধু তারাই দোষী নয়। যারা লাথ খেয়েছে — তাদেরও দোষ অনেকটাই আছে। কী দোষ? রাশিয়া, চীনে মগজ গচ্ছিত রাখা কম্যুনিষ্টদের মত আমি কখনই একথা মেনে নেব না যে, পূর্ববঙ্গে সব হিন্দুরা ছিল জমিদার। তারা গরীব মুসলমান চাষীদের উপর খুব অত্যাচার আর ঘৃণা করেছিল। তারই প্রতিক্রিয়াতে হিন্দুদেরকে মুসলমানের লাথি খেতে হয়েছে। এ হচ্ছে কম্যুনিষ্ট নির্বোধদের যুক্তি। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা কেউ জমিদার ছিল না। তারাও হিন্দু জমিদারদের হাতে শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। তাহলে যোগেন মন্ডল পাছায় লাথি খেলেন কেন? পি. আর. ঠাকুর, উপেন বিশ্বাসরা ঠাকুরনগরে এলেন কেন? বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটায়, পিলিভিতের পাহাড়ে আর গড়চিরোলীর জঙ্গলে যে কয়েক কোটি বাঙালী রিফিউজী আছে — তারা কি সব জমিদারতনয় নাকি? তারা লাথ খে ল কেন? সুতরাং, ওইসব মগজ বন্ধক দেওয়া কম্যুনিষ্ট নির্বোধদের কথা বাদ দিন। কেন হিন্দুরা (মনমোহন সিং, আদবানি সহ) লাথ খেল এবং এখনও খাচ্ছে, তার সত্য কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

এটা ঠিক যে, মুসলমানরা অসহিষ্ণু এবং অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে না। তার উপর তাদের ধর্মের আদেশ অনুসারে সব অন্য ধর্মের মানুষকেই তারা বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানাতে চায়। বিশ্বের যেখানেই তাদের একটু শক্তি হয়েছে, সেখানেই তারা অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার করেছে ও জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে। তাই অবিভক্ত ভারতে ও যেখানে তাদের সংখ্যা ও শক্তি বেশী ছিল সেখানেই তারা হিন্দুদের পিছনে লাথি মেরেছে। তবু বলছি — তারাই একমাত্র দায়ী নয়। সুন্দরবনের ধারে ধারে তো আমাদের কয়েক হাজার গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলো লোহার তারের জাল দিয়ে ঘেরা নয়। তাও সেখানে সব লোক বাঘের কামড়ে তো মারা যায়নি। বছরে মাত্র ৫-৭টা লোক বাঘে খায়। বেশী মানুষ যে বাঘের কামড়ে মারা যায় না, তার কারণ হল ওই জঙ্গলের ধারের মানুষরা বাঘকে বাঘ বলেই জানে। মাসী বলে মনে করে না। তাই বাঘের থেকে সাবধান থাকে, এবং বিপদ আসার আগে থেকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বাঘ একবার ঘাড়ে পড়লে আর ব্যবস্থা নিয়ে বেশী লাভ হয় না। বাঘকে মাসী বলে মনে করলে আগে থেকে ব্যবস্থা নিত না। বেঘোরে মারা পড়ত। গ্রামগুলোর সব লোক মারা যেত।

প্রসঙ্গ - ওরা আমরা, ওদের আমাদের। সব মানুষই এক। সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এভাবে বিভাজন বা বিভেদ করা কি ঠিক? বেচারা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তো 'ওরা-৩৫, আমরা ২৩০' বলেই জনগণের চক্ষুশূল হয়ে গেলেন। 'ওরা — আমরা'-র ভুলের খেসারত দিতে প্রায় বনবাস নিয়েছেন। আমিও সেইরকমই 'ওরা-আমরা' বলছি। কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে আমার একটু তফাৎ আছে। উনি তৃণমূল আর সিপিএমকে বলেছিলেন, আমি মুসলমান আর হিন্দুকে 'ওরা-আমরা' বলছি। ওরা আমরা কি এক? যদি এক হয়, তাহলে পাকিস্তান হল কেন? তাহলে কাশ্মীরে হিন্দুরা থাকতে পারল না কেন? তাহলে মেটিয়াবুরুজ, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার থেকে হিন্দুরা পালাচ্ছে কেন? যদি এক হবে তাহলে ৫০০ ঘর হিন্দুর মধ্যে ৫ ঘর মুসলমান নিরাপদে বাস করতে পারে, কিন্তু ৫০ ঘর মুসলমানের মধ্যেও ৫ ঘর হিন্দু নিরাপদে বাস করতে পারে না কেন? যদি এক হবে, তাহলে মহারাষ্ট্র, বিহার, আসামের মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান হতে পারে, কিন্তু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী একজন হিন্দু হতে পারে না কেন? যদি এক হবে তাহলে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অখন্ড বাংলায় তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে (নাজিমুদ্দিন, ফজলুল হক, সুরাবর্দী) একজনও হিন্দু হলেন না কেন? যদি এক হবে তাহলে গত হাজার বছরে ৩০ হাজার মন্দির ভাঙল ওরা, আর মাত্র একটা অব্যবহৃত মসজিদ ভাঙতেই এত হৈচৈ কেন? যদি এক হবে তাহলে করাচীতে আদবানির বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই, অথচ মুম্বাইতে জিন্নার বাড়ী এখনও সুরক্ষিত কেন? যদি এক হবে তাহলে দুর্গাপূজার মন্ডপ মসজিদের আকৃতিতে হতে পারে, কিন্তু ইদের গেট কোন সুন্দর মন্দিরের ধাঁচে কেন হতে পারে না? যদি এক হবে, তাহলে ভারতে এক লক্ষ মসজিদ আছে, আর আরবদেশে একটিও মন্দির নেই কেন? ওদেশে তো লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাজ করছে।

এ প্রশ্নগুলির উত্তর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা দিতে পারবে না। কম্যুনিষ্টরাও পারবে না। সুতরাং, ওরা আমরা এক নয়। বিভাজনটা সাম্প্রদায়িক তপন ঘোষ করছে না। বিভাজনটা আছে।

তারপর উপদেশ আসবে — এই 'ওরা আমরা' কি এক করার চেষ্টা করা উচিত নয়? সব মানুষ এক হব এটাই কি ভাল নয়? কবিরা বলেছেন — সবার উপরে মানুষ সত্য, একই বৃন্তে দুইটি কুসুম, এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান। আরও কত কিছু বলেছেন কবিরা, মহাপুরুষরা। রামকৃষ্ণও নাকি তাই বলেছেন! তাহলে সব মানুষকে, হিন্দু মুসলমানকে এক করার চেষ্টা করা কি উচিত নয়? এই চেষ্টাই কি মানবতা, বিশ্ব মানবিকতা নয়?

হ্যাঁ, চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বের সব মানুষকে, আর আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানকে এক করার চেষ্টা করা উচিত। শুধু একটু চোখ কান খুলে করা উচিত, আর স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ রায়ের কথা অনুযায়ী — একটু কান্ডজ্ঞান রেখে করা উচিত। পূর্ববঙ্গের উদার প্রগতিশীল হিন্দুরা ওই 'ওরা আমরা' কে এক করার চেষ্টা করছিলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। তাই, পূর্ববঙ্গে কম্যুনিষ্টদের ঢুকতে দিয়েছেন, গান্ধীকে কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে ঢুকতে দিয়েছেন, কিন্তু সাভারকারকে ঢুকতে দেন নি, শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভাকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটা আসনেও জয়ী করেন নি। এই ভাবে 'ওরা আমরা'কে এক করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন পূর্ববঙ্গের উদার প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা। এই কান্ডজ্ঞান হারানোর ফলশ্রুতিই হল — লাথির এক ধাক্কায় শিয়ালদা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মুখ থুবড়ে পড়া।

সুতরাং, 'ওরা আমরা' কে এক করার চেষ্টা করার সময় একটু চোখ কান খুলে রেখে করতে হবে। আর যতক্ষণ এক না হচ্ছে, ততক্ষণ 'ওরা আমরা'কে মেনে নিয়েই চলতে হবে। আমি এই প্রসঙ্গেই সাপকে মাসী বলার বিপজ্জনক ভুলের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। মুসলমানরা সাপ না বাঘ না হায়েনা না আমাদের মতই সাধারণ মানুষ সে বিচার পাঠক করুন। কিন্তু 'ওরা আমরা'কে এক ভাবাটাই হল আমার মতে সাপকে মাসী ভাবা। এই ভুলের খেসারত হিন্দুরা আগেও দিয়েছে, আবারও দিতে হবে।

আমিও তো চাই, 'ওরা আমরা' এক হয়ে যাক। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাই চায়। কিন্তু চাইলেই কি হয়ে যায়? হয় না। তার জন্য কিছু করতে হয়। কি করতে হবে? শুধু হিন্দুদেরকে উপদেশ দেওয়া — সব মানুষ সমান, সবাই ভাইভাই, সবারই চামড়ার রঙ আলাদা হলেও রক্তের রঙ এক — এইসব উপদেশেই 'ওরা আমরা' এক হয়ে যাবে? এইসব উপদেশ প্রদানকারীদের জিজ্ঞাসা করতে চাই — কটা মুসলিম পাড়ায় গিয়ে, কটা মুসলমান গ্রামে গিয়ে, কটা মসজিদে গিয়ে, কটা মাদ্রাসায় গিয়ে, কটা মক্তবে গিয়ে, কটা এতিমখানায় গিয়ে, কটা মাজার শরীফে গিয়ে, কটা মিলাদে গিয়ে, কটা জলসায় গিয়ে, কটা জুম্মার নামাজে গিয়ে আপনি এই উপদেশ দিয়েছেন নিজের বুকে হাত রেখে উত্তর দিন। আরও উত্তর দিন ওইসব জায়গায় আপনি কত মিনিট কথা বলার (উপদেশ) সুযোগ পেয়েছেন, কটা মুসলমানকে আপনার কথা শোনাতে পেরেছেন? 'সব মানুষ এক' এই উপদেশ শুনে তারা কী উত্তর দিয়েছে, কতটা ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন? আপনার এই উপদেশকে তারা কতটা সমর্থন করেছে? এগুলি পরিমাপ করে, তবেই না বোঝা যাবে যে 'ওরা আমরা' কে এক করা যাবে কিনা? এবং করা গেলে কতটা সহজে বা কতটা বাধা পার করে তবে করা যাবে! একবারও মুসলমান এলাকায়, মসজিদে মাদ্রাসায় না গিয়ে শুধু হিন্দু.....গুলো কে জ্ঞান দিয়েই 'ওরা আমরা' এক হয়ে যাবে? আপনি যদি তাই মনে করেন, তাহলে আমি আপনাকে মনে করি ন্যাকা অথবা ভন্ড অথবা নির্বোধ।

(ক্রমশঃ....)

হিন্দু সংহতি-র উদ্যোগে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী

স্বরূপনগর থানার চারঘাট খাবরাপোতা দরিদ্র শিশুদের মধ্যে।

হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল হিন্দু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনাথ শিশুরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ জামালপুর পুরকাইত পাড়া।

ইয়ারপুরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ভাঙল দুষ্কৃতিরা

৩ রা নভেম্বর উস্তি থানার ইয়ারপুর গ্রামের যুবকেরা পাশের বলরামপুর গ্রাম থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য প্রতিমা আনছিল ভ্যানে করে। মাঝে মুসলিম গ্রাম চকরায়পুর-এর মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা বাজনা বন্ধ করতে বলে। হিন্দু যুবকরা বন্ধ করে না। তখন প্রায় ১০০ মুসলমান ঠাকুরের উপর হামলা করে। ঠাকুরের হাত ভেঙে দেয় ও কয়েক জন যুবককে মারধর করে। তখন হিন্দুরা নিজেরাই ভ্যানের চাকার হাওয়া খুলে দিয়ে মুর্তি ওখানেই ফেলে রেখে ইয়ারপুর গ্রামে এসে খবর দেয়। এই এলাকায় হিন্দু সংহতির কাজ আগে থেকেই আছে। ইয়ারপুর এবং আশপাশের চার হাজার হিন্দু একত্রিত হয়ে ঐ মসজিদ আক্রমণ করে এবং কিছু ভাঙচুর হয়। যারা ঠাকুর ভেঙেছিল সেইরকম বেশ কিছু মুসলিম যুবককে বেধড়ক ঠ্যাঙানো হয়। উস্তি থানা থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে ইয়ারপুর থেকে চকরায়পুর পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তা হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনতার দখলে চলে গিয়েছে। চকরায়পুর গ্রাম থেকে বহু মুসলমান পালিয়ে যায়। পুলিশ কিছু মুসলমানদেরকে মারতে মারতে তাদেরকে দিয়ে ভ্যান টানা করিয়ে ঐ ভাঙা মূর্তি মন্ডপে পৌঁছে দেয় এবং হিন্দুদের কে অনুরোধ করে পুজা করতে। হিন্দুরা রাজী হয় না। ইতিমধ্যে র‍্যাফ এসে গিয়েছে। তাও হিন্দুরা অনড়। এলাকার উত্তজনা চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর শুরু হল রাজনীতি। উস্তির তৃণমূল বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা কিছু দালাল হিন্দুকে দিয়ে শিবানীপুরে মন্টু পালের কারখানা থেকে একটা নতুন ছোট জগদ্ধাত্রী ঠাকুর ইয়ারপুরের মন্ডপে পাঠিয়ে দেয়। হিন্দুরা বলে অপরাধী গ্রেফতার না হলে পুজো করা হবে না। সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক বসে। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপে পড়ে অল্প কিছু হিন্দু পুজো করে।

২য় পাতার শেষাংশ

দ্বিতীয় আমেরিকা সফর

চলে। তার তুলনায় আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জনজীবনে অনিয়ম ও বেনিয়ম — এসব কথা ভাবলে লজ্জা হয়। মনে হয় মানুষ হিসাবে আমরা যেন একটু নিচু স্তরের। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। জনজীবনে নিয়ম নীতি আইন মানা না মানার ব্যাপারে অন্য একটা কারণ এর মূলে আছে — এবার সেটা বুঝতে পারলাম। এদেশে মানুষ মানুষের সঙ্গে যুক্ত নয়। মানুষের বিপদে আপদে সিস্টেমই একমাত্র ভরসা। তাই সিস্টেমটা যেন ঠিকমত চালু থাকে সে ব্যাপারে সবাই অতি সচেতন। তাই এত শৃঙ্খলা পরায়ণ। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন এতই দৃঢ় যে, মানুষের যে কোন সমস্যায়, বিপদে আপদে পরিবার ও পরিচিতরা আগে এগিয়ে আসে। সিস্টেম এখানে করাপ্ট ও অদক্ষ। সিস্টেম এখানে মানুষকে সাসটেইন করে না। তাই আমজনতা সিস্টেমের উপর ভরসাও করতে পারে না। সুতরাং এই সিস্টেমকে সজীব ও সচল রাখার জন্য জনতার আগ্রহ কম। ওদের শৃঙ্গলা ও আমাদের বিশৃঙ্খলার মূলে এই কারণ। আমরা সিস্টেমকে মানিনা—এটা গর্বের কথা নয়। কিন্তু ওদের মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন আত্মিক ও আন্তরিক যোগ নেই — এটাও আনন্দের কথা নয়। এটাতে মনের দিক থেকে মানুষ হয়ে যায় এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সে অন্য মানুষের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে না। অর্থাৎ, সকলের মধ্যেই যে একই ঈশ্বর বিরাজমান, সেই বোধ থেকে আরও বেশী দূরে সরে যায়। এটা হল আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী,এটাই জড়বাদ। আমরা তা নই, আমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির।

আমেরিকায় হিন্দুরা ধর্মীয়ভাবে যথেষ্ট সক্রিয়। বহু মন্দির আছে। অনেক ধর্মীয় গুরু প্রতিবছর আমেরিকা ভ্রমণ করেন ডলার কামাতে। হিন্দুরা দরাজ হস্তে ডলার দান করেন। কিন্তু হিন্দুরা এদেশে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নয়। তাই অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীরা ওদেশের সরকারের উপর যে চাপ সৃষ্টি করতে পারে হিন্দুরা তা পারে না। এই চিন্তা থেকেই ওদেশের রীতি অনুসারে হিন্দু পলিটিক্যাল এ্যাকশন কমিটি (PAC) বানানোর প্রস্তুতি করছেন কিছু নেতৃস্থানীয় হিন্দু।

আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম হিন্দুত্বের আহ্বান নিয়ে এবং পূর্ব ভারতে ক্রমবর্ধমান ইসলামীকরণকে রুখতে হিন্দু সংহতির সংকল্প ও প্রচেষ্টার কথা জানাতে। সেখানকার প্রবাসী হিন্দুরা যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন। তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেশী সাড়া পেয়েছি। মেলামেশা ও তাদের আগ্রহ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশ ও ধর্মের রক্ষা নিয়ে তাদের আন্তরিকতা ও সক্রিয়তা অন্যদের থেকে বেশী।

এবার 'এমিরেটস্' এয়ার ওয়েজের বিমানে আমার যাতায়াতের টিকিট ছিল। ওই বিমানগুলিতে বিমানসেবিকাদের মাথায় হিজাব পড়ার ভন্ডামিও দেখতে পেলাম। বিমানে ঢুকতেই দেখি তাদের মাথা ঢাকা ও মুখের পাশে সাদা মখমলের হিজাব ঝুলছে। বিমান রানওয়েতে গড়ানো শুরু হতেই হিজাব উধাও, মাথা খালি।

—তপনকুমার ঘোষ

বনগাঁয় সীমান্ত লুপ্ত, বিএসএফ ১০০ শতাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত

সুটিয়া গ্রামে বাংলাদেশীদের তান্ডব

গত ১০ অক্টোবর রাত্রে বনগাঁর কাছে সীমান্ত লাগোয়া সুটিয়া গ্রামে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ'শ সশস্ত্র মুসলমান ঢুকে পড়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো ও অগ্নিসংযোগ করল। এই বাংলাদেশী মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিল সুটিয়ার পাশের গ্রাম বোয়ালদহ। কারণ ওটাও যে মুসলিম গ্রাম। আধঘন্টা ব্যাপী এই তান্ডবে সুটিয়া গ্রামের হিন্দুদের বাড়ি, দোকান, মন্দির, কৃষি জমি সব কিছুর উপর চলল ধ্বংসলীলা। ক্ষতি হল লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। গ্রামের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে আহত হল বহু হিন্দু। যাদব মন্ডল (৩৫), মদন মন্ডল (২৮), দীপঙ্কর মন্ডল (২০), মুরলী বিশ্বাস (৫৫), সুবীর বিশ্বাস (৩০) গুরুতর আহত। তাদেরকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাদব মন্ডলের শিশুপুত্র ৭ বছরের সুদীপও মারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে তার বাবাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য।

এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছনে কারণটা কী ? পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গোটা সীমান্তটাই গো-পাচারের মুক্তাঙ্গন। প্রতিদিন সারা ভারত থেকে আনা লক্ষ লক্ষ গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এই গো-স্মাগলিংয়ের টাকা খাচ্ছে পঞ্চায়েত ,স্থানীয় ক্লাব, পুলিশ, বিএসএফ, নেতা, মন্ত্রী সবাই। কেউ বাদ নয়। এই টাকার হিস্সা সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। সীমান্তের গ্রামবাসীরা অসহায় হয়ে দেখতে থাকে। পুলিশ, বিএসএফ ও রাজনৈতিক দলের মিলিত ক্ষমতার কাছে তারা তো সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু যখন তাদের পরিশ্রম করে ফলানো ফসলের জমির উপর দিয়ে মাড়িয়ে হাজার হাজার গরু নিয়ে যাওয়া হয়, তখন কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সুটিয়া গ্রামে এরকমটাই ঘটে ছিল। কয়েকবার বাধা পেয়ে বাংলাদেশী স্মাগলাররা ঠিক করেছিল, সুটিয়া গ্রামের হিন্দুদের এই ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করতে হবে। তাই ১০ ই অক্টোবর রাত্রে এই আক্রমণ। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি পাচারও দুদেশের দুষ্কৃতি একজোট না হলে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী বহু মুসলিম গ্রাম এই কাজে লিপ্ত। বোয়ালদহ এরকমই একটি গ্রাম।

কিন্তু এতবড় যে একটা ঘটনা ঘটল, আমাদর সীমান্ত লঙ্ঘিত হল, দেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হল, ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতা কে চ্যালেঞ্জ জানালো ভিখিরিদেশ বাংলাদেশের মোল্লারা — কী বার্তা গেল বিশ্বে? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেসের অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধী, আমাদের প্রণবদা — তাদের এসব কথা চিন্তা করার কথা অবকাশ আছে কি? নাকি তাঁরাও সুইস ব্যাংকে তাঁদের গচ্ছিত টাকার হিসাবেই ব্যস্ত।

বিজয়া দশমীর দিন বোধহয় এর থেকেও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে এই উত্তর ২৪ পরগণা জেলারই হাসনাবাদের টাকীতে। দুর্গাপূজার বিসর্জনকে উপলক্ষ করে দুই বাংলার মিলনের অজুহাতে বাক্স পেঁটরা নিয়ে ঢুকে পড়ল একলক্ষ বাংলাদেশী মুসলমান। আমাদের দেশের সরকার ও প্রশাসন যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশীকরণ দ্রুত ঘটছে।

সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর বনগাঁ অবৈধ বাংলাদেশীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সমস্ত পরিস্থিতি দেখে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বিএসএফ এর উপরতলা ১০০ শতাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে।

বারুইপুর ষ্টেশনে জি.আর.পি অসহায়

এদেশটা কার এবং রেল কাদের ? এটার সঠিক উত্তর জানা না থাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর ষ্টেশনে গত মহাসপ্তমীর দিন ৩ অক্টোবর রেলের একজন টিটি বিনা টিকিটের একজন মুসলমান যাত্রীকে ধরে এবং জি.আর.পি-র হাতে তুলে দেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শতাধিক মুসলিম লোহার রড লাঠি ও অন্যান্য ধারাল অস্ত্র নিয়ে বারুইপুর ষ্টেশন আক্রমণ করে। রেলের টিকিট কাউন্টার ভাঙচুর হয়, টাকা লুট হয়। জি.আর.পি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়। রেল পুলিশরা দাঁড়িয়ে মার খায়। কোন প্রতিকার করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ধৃত বিনা টিকিটের মুসলিম যাত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতি জনতা। ঘটনার পরেও পুলিশ ও প্রশাসন কোন দুষ্কৃতিকেই গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারে না। এই ঘটনা শুধুমাত্র আক্রোশবশতঃ নয় অথবা বিনা টিকিটের যাত্রীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই নয়। বারুইপুর বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সদর হতে চলেছে এবং বারুইপুর ষ্টেশন শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন। এখানে রেল কর্তৃপক্ষ যেন কোনদিন কোন বিনা টিকিটের মুসলমান যাত্রীকে ধরার সাহস না দেখায় এবং তাদের অবৈধ কার্যকলাপ আটকানোর চেষ্টা না করে, প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষকে এই শিক্ষার দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হল।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.blogspot.com>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <www.hindusamhati.org>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012